



98682 - হদোয়তে পাওয়ার পর ঈমানী দুর্বলতা এবং কয়কে দনি নামায না পড়া

প্রশ্ন

আমার একটা সমস্যা আছে এবং একটা ফতোয়া সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। আল্লাহর অনুগ্রহে কয়কে মাস ধরে আমি দ্বীন মনে চলছি। কয় দনি যাওয়ার পর আমি দুর্বল হতে শুরু করছি। কিন্তু আমি এর কোন কারণ জানি না। ধীরে ধীরে মনোবল দুর্বল হতে শুরু করছে। এক পর্যায়ে এমন কয় মূহুর্ত অতবাহতি হয়েছে যে, আমি নামায পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি। আমার মনোবল দুর্বল হয়ে পড়েছে। আলহামদু লিল্লাহ, আমি চেষ্টা করছি যাতায়ে কোন পাপে লিপ্ত না হই। কিন্তু আমি দ্বীনদার হওয়ার পর অনেকে নামায নষ্ট করছে। হয়তো ঘুমে কটেছে কথি বাহরি ছলিাম। আমি দ্বীনদারতি ফরোর কয়দিন পর কয়কেদনি নামায পড়িনি... এখন আমি কি করব? আমি অনুভব করছি যে, নামাযের ক্ষত্রে আমার একটা গাঁট (জটলিতা) আছে। কারণ আমি অনেকে নামায নষ্ট করি। আমি অনুভব করি যে, এই গাঁট (জটলিতা) থেকে আমি কখনও সুস্থ হব না। এখন এর সমাধান কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রিয় ভাই, আল্লাহ যে আপনাকে তাওবা করার ও দ্বীন মনে চলার তাওফিক দিয়েছেন আপনার উচ্চ মত্ব্যু এসে পড়ার আগে আপনার প্রতি আল্লাহর নয়োমতকে মূল্যায়ন করা। তখন আপনি এই নয়োমতেরে শুরুরিয়া আদায় করাকে বড় কয় ভাববেন। এর ফলে আপনি আল্লাহর ইবাদতে আরও বশে শ্রম দতি পারবেন।

মুগরি বনি শূ'বা (রাঃ) বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বশে রাতেরে নামায পড়তনে যে, তাঁর পাদবয় ফুলে যতে। তখন তাঁকে বলা হল: আল্লাহ আপনার পূর্বরে ও পররে সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তখন তিনি বলনে: আমি কি কৃতজ্ঞে বান্দা হব না?!

তাহলে কভিবে আপনি নিজরে ক্ষত্রে ভালো কয় পয়ে মন্দ কয় করতে সন্তুষ্ট হতে পারনে এবং কভিবে কয় পথ অতিক্রম করার পর পুনরায় রাস্তার শুরুরে ফরি যতে পারনে। বরএচ আপনি যদি পূর্বরে সেই সরল পথে ফরি যতেনে। আল্লাহ আপনাকে হদোয়তেরে নয়োমত দয়োর পরে আপনি বক্র পথে হাঁটছেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ঘট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতনে। আব্দুল্লাহ বনি সারজসি (রাঃ) থেকে বরণতি তিনি বলনে: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর করতনে তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতনে সফরেরে অযাচতি কষ্ট-ক্লশে থেকে, অনাকাঙ্ক্ষতি পরবির্তন থেকে, হদোয়তেরে পর পশ্চাদপসরণ থেকে, মজলুমরে বদদোয়া থেকে, পরবার ও সম্পদে খারাপ কয়



দখো থাকে।”[সহি মুসলমি (১৩৪৩)]

নাসাঈ (৫৪৯৮) ও অন্যদের রওয়ায়তে এসছে: “উন্নতির পর অবনতি” থাকে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কতিবাবে অবস্থার অবনতি, নির্মাণের পর ধ্বংস করে ফেলো ও হৃদয়তরে পথ গ্রহণ করার পর পথচ্যুত হওয়ার একটি উপমা পশে করছেন। সেই উপমার মাধ্যমে তিনি এমন ব্যক্তির খারাপ অবস্থা, তার নরিবাচনরে কদর্যতা তুলে ধরছেন এবং বান্দাদেরকে এ ধরণরে বোকাদরে কর্ম থেকে সাবধান করছেন। তিনি বলেন: “আর তোমরা আল্লাহর অঙীকার পূরণ কর যখন অঙীকার কর। তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিনদার করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। নশ্চয় তোমরা যা কছির আল্লাহ তা জাননে। তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার বুননকে মজবুত করে পাকানোর পর সটোকে ছনিনভনিন করে নশ্চট করে দতি; যে তোমরা তোমাদের শপথকে ধোঁকাবাজরি জন্য ব্যবহার করবে, যাতে করে একদল অন্যদলরে চয়ে বশৌ হও। আল্লাহ তা এটা দিয়ে শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করনে। আর অবশ্যই তিনি কয়ামতরে দনি সটো তোমাদের কাছে স্পশ্চটভাবে বরণনা করে দবিনে যা নিয়ে তোমরা মতভদে করতে।[সূরা নাহল, আয়াত: ৯১-৯২]

শাইখ সা'দী (রহঃ) বলেন: এটি প্রভুর সাথে বান্দার কৃত সকল ইবাদত, মানত ও পাকাপোক্ক শপথসমূহরে অঙীকারকে অন্তর্ভুক্ত করে; যদি সে শপথসমূহ পূরণ করা নকেকাজ হয়। অনুরূপভাবে এক বান্দা ও অপর বান্দার মাঝে সম্পাদতি বশিয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে; যমেন: দুই পক্ষরে মধ্যে সম্পাদতি চুক্তিগিলো।

“তোমরা হয়ো না”: শপথ ভঙ্গরে ক্ষতরে নকিষ্টি ও কদর্য উদাহরণ হয়ো না; যে উদাহরণ সংশ্লিষ্টি ব্যক্তির বোকামরি প্রকৃষ্টি প্রমাণ বহন করে। উদাহরণটি হলো: সেই নারীর যে নারী মজবুতভাবে বুনন করে, বুননকে পাকানোর পর ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়তি হওয়ার পর সটোকে খুলে ফলে ও ছনিনভনিন করে ফলে। এতে করে সেই নারী একবার বুনন করতে গিয়ে ক্লান্ত হলো, আবার খুলতে গিয়ে ক্লান্ত হলো। এর থেকে সেই নারী ব্যর্থতা, কশ্চট, ববিকেহীনতা ও চনিতার দনৈষতা ছাড়া আর কোন উপকার পলে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অঙীকারকে ভঙ্গ করে সে অন্যায়কারী, মূর্খ, নরিবোধ, দ্বীনদারিও ব্যক্তিবরে অভাবগ্রস্ত।[পৃষ্ঠা-৪৪৭ থেকে সমাপ্ত]

সুতরাং আপন যি অবস্থার উপর আছনে এর থেকে অবলিম্বে দ্রুত তাওবা করুন। কারণ যে গুনাহগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিকি জঘন্য হলো নামায় ত্যাগ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায় ত্যাগ করাকে কুফর হিসাবে উল্লেখ করছেন। তিনি বলেন: “আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো নামায়রে। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায় ত্যাগ করল, সে কুফর করল।”[সুনানে তরিমযি (২৫৪৫), মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য; আলবানী হাদসিটকি সহি বলছেন]

অদভুত বশিয় হলো প্রশ্নকারী ভাই কতিবাবে বলছেন যে: আমি চেষ্টা করছি যাতে কোন পাপে লপিত না হই; এরপর তিনি



উল্লেখ করলে যে, তিনি অনেকে নামায নষ্ট করছেন। সুতরাং পাপের ব্যাপারে উনার দৃষ্টিভঙ্গিটা কী?!!

নিসন্দেহে আপনি যত গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন এর মধ্যে নামায ত্যাগ করা সর্বাধিক জঘন্য ও সর্বাধিক বিপদজনক গুনাহ; কেবল আল্লাহর সাথে শরিক করা ছাড়া।

সুতরাং আর দরী নয় অবলম্বনে তাওবা করুন। পূর্বে যা ঘটে গেছে সেটোর জন্য অনুতপ্ত হোন। সেই সময় এসে পড়ার পূর্বে যে সময়ে মানুষ অনুতপ্ত হবে; কিন্তু তার অনুতপ্ততা কোন কাজে আসে না।

আপনি বলছেন: “নামাযের ক্ষেত্রে আপনার একটি গাঁট (জটলিতা) আছে। আপনি অনুভব করেন যে, এই জটলিতা থেকে আপনি কখনও সুস্থ হবেন না”: এটি শয়তানের ধোঁকা, তার প্রবঞ্চনা ও ভীতসিঞ্চার করণ। আপনি নিজেরে নিজেরে বিরুদ্ধে শত্রুরকে সহযোগিতা করছেন। আপনি শয়তানকে আপনার অন্তরে দুঃশ্চিন্তা, অলসতা, নেকেকাজে হীন মনোবল ও ভঙ্গুর ইচ্ছার গাঁট তরীর সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য, নিয়মিত ওয়ু করা ও আগে আগে মসজিদে চলে যাওয়ার মাধ্যমে এই গাঁটটি অপসারণ করুন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কটে যখন নদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার পছিনের অংশে তিনটি গাঁট দেয়। প্রত্যেক গাঁটেরে সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে: ‘এখনো দীর্ঘ রাত বাকী; অতএব ঘুমিয়ে থাক’। যদি সে ব্যক্তি জেগে উঠে এবং আল্লাহর যিকির করে তখন একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর সে যদি ওজু করে তখন দ্বিতীয় গাঁটটি খুলে যায়। আর যদি সে নামায আদায় করে তখন সবগুলো গাঁট খুলে যায়। যার ফলে এই ব্যক্তি ভালো মনে কর্মচঞ্চলতা নিয়ে সকালে ওঠে। অন্যথায় কলুষিত মনে অলসতা নিয়ে সকালে ওঠে।’ [সহি বুখারী (৩২৬৯) ও সহি মুসলিম (৭৭৬)]

ইবনে আব্দুল বারর (রহঃ) বলেন: “এই হাদিস থেকে জানা যায় যে, শয়তান মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, তার অলসতা বাড়িয়ে দেয়। শয়তান এটিকিরে তার চেষ্টা দিয়ে এবং শয়তানকে কুমন্ত্রণা দেয়, প্ররোচনা করা, পথভ্রষ্ট করা, বাতলিকে সুশোভিত করা ও বাতলি সম্পাদনে সহযোগিতা করার যে শক্তি দিয়ে হয়েছে সেটাকে ব্যবহার করে। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে পারে না।

এই হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে শয়তানকে তাড়ানো যায়। অনুরূপভাবে ওয়ু ও নামাযের মাধ্যমেও তাকে তাড়ানো যায়...।” [আত-তামহীদ (১৯/৪৫) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: “কোন সন্দেহে নেই যে, নামায আদায়ের মধ্যে শরীরের সুস্থতার সংরক্ষণ, খাদ্যমশ্রণ ও বর্জ্যগুলোকে গলানো যায়— যা ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক উপকারী। এছাড়া নামাযের মধ্যে ঈমানের সুস্থতা এবং দুনিয়া ও আখরাতের কল্যাণ তা আছে।



অনুরূপভাবে রাত্ৰিকালীন নামায স্বাস্থ্য সুরক্ষার সর্বাধিক উপকারী উপায় এবং অনেকে দূরারোগ্য রোগে প্রতহিত করার মাধ্যম এবং শরীর, রূহ ও অন্তরকে চাঙা রাখার কার্যকরী পদক্ষেপে; যমেনটি উদ্ধৃত হয়েছে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিমে”। এরপর তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। [যাদুল মাআদ (৪/২২৫)]

সুতরাং ওহে আল্লাহর বান্দা! আপনার শত্রুর সামনে দুর্বল হবেন না। শত্রুকে আপনার উপর আধিপত্য করার সুযোগ দবিনে না। আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, অক্ষম হবেন না— যমেনটি নিরীদশে দিয়েছেন আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জনে রাখুন: “শয়তানের কৌশল দুর্বল” [সূরা নসিা, আয়াত: ৭৬] জনে রাখুন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়া সহজ একটি বিষয় এবং এ নামাযগুলো নিয়মিত আদায় করতে একজন মুসলমিরে তমেন কোন কষ্ট হয় না।

আর আপনি মনোবল হারিয়ে ফেলার য়ে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন; হতে পারে এর কারণ আপনি যাদরে সাথে উঠাবসা করেন তারা। তাই সাধ্যানুযায়ী যিকরি ও ইলমরে মজলসিগুলোতে হায়রি হওয়ার চেষ্টা করুন। ভালো মানুষদের সাথে সঙ্গ দনি। কেননা মানুষ ইবাদত বন্দগৌ পালনে যখন অনুকরণ করার মত কাউকে দেখে এবং এক্ষত্রে তাকে সহযোগিতা করার মত কাউকে পায় তখন তার কাছে সটে সহজ হয়ে যায়। মানুষকে এমন কিছু পরিস্থিতির শিকার হতই হয় যাতে ভালো কাজের প্রতি তার উদ্দীপনা ও আগ্রহ বাড়ে। আবার এমন কিছু পরিস্থিতির শিকার হতে হয় যাতে তার সেই আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু সেই পরিস্থিতি ফরয ইবাদত বর্জন করা কংবা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার অবস্থায় পর্যবসতি হওয়া জায়যে নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “নিশ্চয় প্রত্যকে আমলরে একটি উদ্দীপনা থাকে এবং প্রত্যকে উদ্দীপনার একটি নিসিতজেতা থাকে। যার উদ্দীপনা হবো আমার সুন্নাহর দকি সো সফলকাম। আর যার নিসিতজেতা হবো অন্য কোন দকি সো ধ্বংস হল।” [মুসনাদে আহমাদ (৬৭২৫), আলবানী ‘সহহিল জামে’ গ্রন্থে (২১৫১) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

এ কারণে প্রয়ি ভাই, আপনার জন্য উপদশে হলো: আপনি আপনার জন্য একটি স্থতিশীল আমলসূচী করে ননি। এই আমলসূচীতে ঘটতি হতে দবিনে না। এই আমলসূচীতে ফরয আমল ও তাগদিপূর্ণ নফল আমলগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি কোন কোন সময় কিছু বেশি আমল করতে পারনে তাহলে সটো ভালোর উপরে ভালো। আর যদি কিছুটা কমও করনে তাহলে যনে ফরয ইবাদতে ঘটতি না হয়।

আর আপনার য়ে নামাযগুলো ছুটে গেছে সেগুলো যদি ঘুমরে কারণে ছুটে গিয়ে থাকে তাহলে এর জন্য আপনার কোন গুনাহ হবো না। তবে এর কাযা পালন করা আপনার উপর আবশ্যিক। আর য়ে নামাযগুলো কোন ওজর ছাড়া অর্থাৎ অলসতাবশতঃ ছুটে গেছে; সেগুলোর জন্য আপনার উপর তাওবা করা আবশ্যিক। সেগুলোর ক্ষত্রে কাযা পালন কোন উপকারে আসবে না। আপনার উপর আবশ্যিক হলো বেশি বেশি নফল ইবাদত করা ও ইস্তগিফার করা। আশা করা যায় আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দবিনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।